জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অধ্যা: ড.এস এম আনোয়ারা

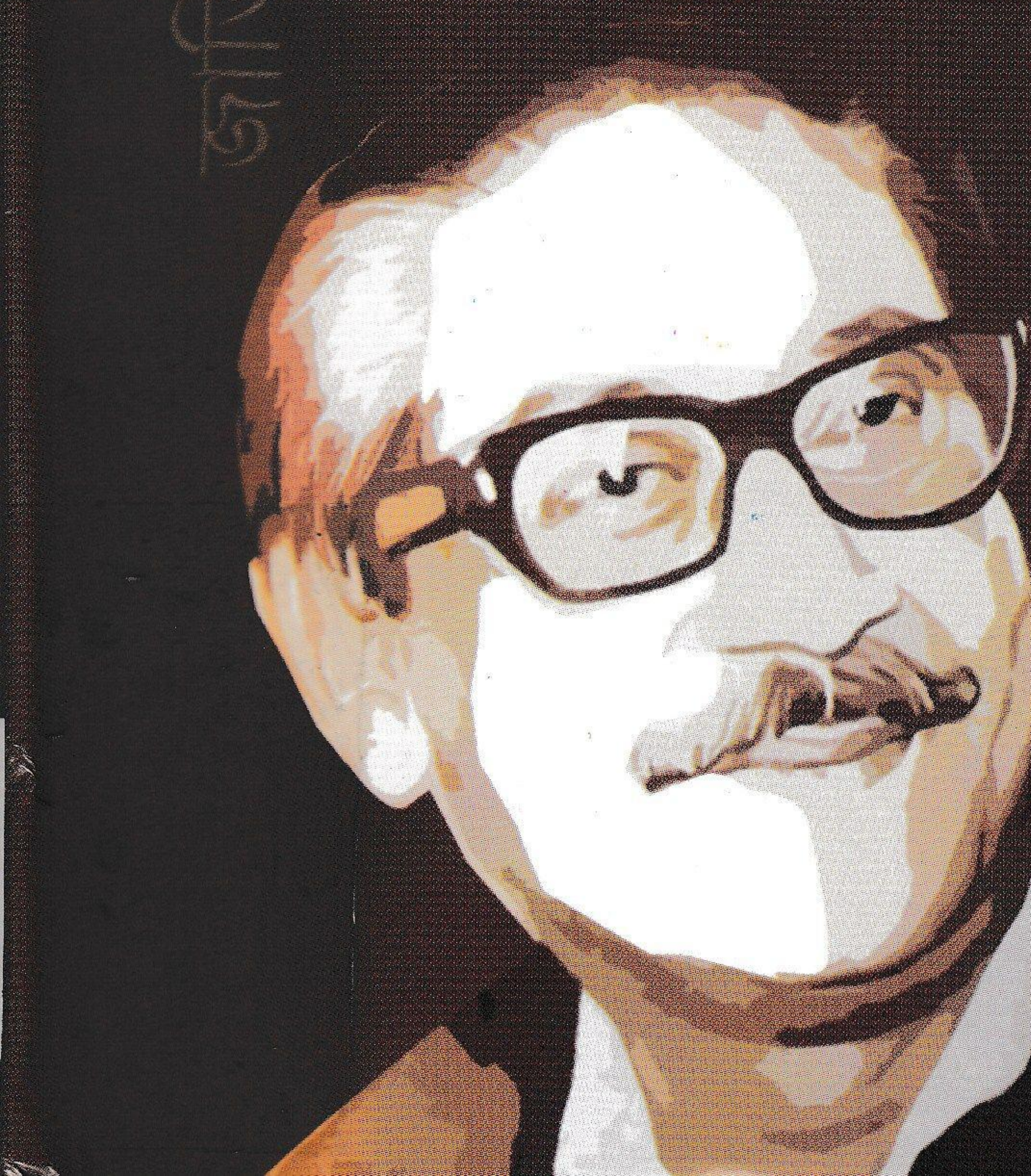

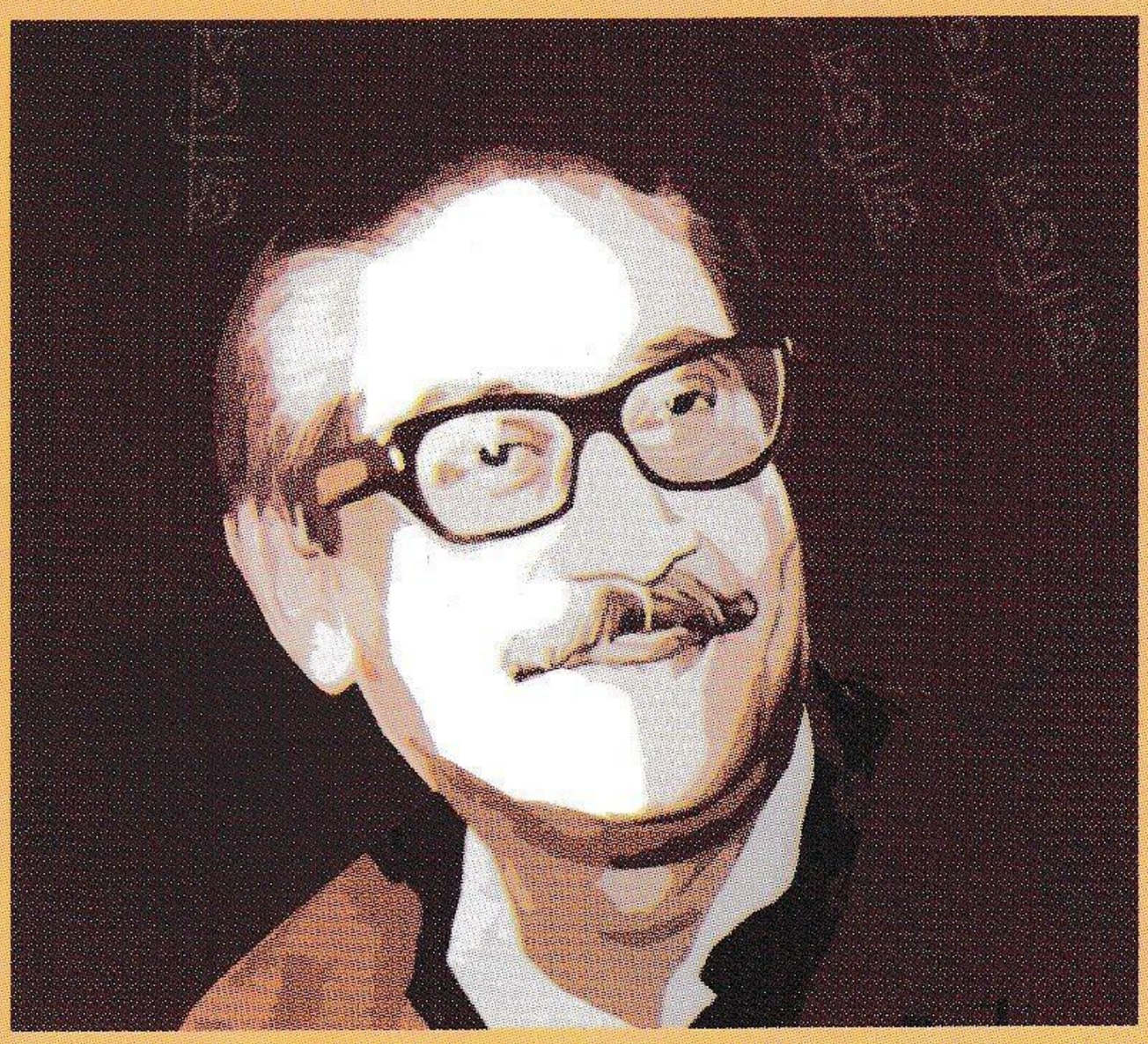

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ২৩ বছর ধরেই বাঙালির জাতির চেতনাকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং বাঙালির সার্বিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুকে দিনের পর দিন নিরলস আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। তার ফলে শাসকগোষ্ঠী বরাবর তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবেই অভিযুক্ত করেছে।

দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তিনি একই কথা শতবার উচ্চারণ করে বলেছেন– 'আমরা আমাদের অধিকার চাই– রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক সমতা। শুধু মুখের ভাষা প্রকাশের অধিকারই নয়–একটা গোটা জাতিকে তিনি মুক্ত করেছেন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নাগপাশের বন্ধন থেকে।

বঙ্গবন্ধুর বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ কোনো আকস্মিক ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। তাঁর বিদ্রোহের মধ্যে হঠকারিতা ছিল না, ছিল না ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কোনো প্রতিফলন। গান্ধীজি যেভাবে বিদ্রোহ করে গিয়েছিলেন, সেই ঐতিহ্যই বঙ্গবন্ধুর বিদ্রোহী সত্তায় লালিত। অহিংস, অসহযোগ আন্দোলনই ছিল বঙ্গবন্ধুর বিদ্রোহী সত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি সব সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। বস্তুত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের তিনি এক সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। বাংলাদেশের মাটি থেকে ধর্মান্ধতার বিষ অপসারিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি এক অতুলনীয় আদর্শ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে বস্তুত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থাসহ গোটা দেশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে এবং সেনাবাহিনীর বাঙালি অংশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একদিনে হঠাৎ মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি– তাঁর আবির্ভাব ধুমকেতুর মতো নয়। তিনি তিলে তিলে নিজেকে এ সংগ্রামের জন্য নিবেদন করেছেন– কঠোর ত্যাগের মধ্য দিয়ে আপসহীন মনোভাব নিয়ে প্রথমে বাংলাদেশের স্বাধিকারের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যখন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম ফলপ্রসূ হওয়ার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ বলে নিশ্চিত জেনেছেন, তখনই সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। আর ২৫ মার্চের রাত ১২টার পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তথা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাসের এক ব্যাপক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে সবুজ বাংলার পটভূমিতে রক্তখচিত পতাকার ধারক ও বাহক বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯২০ ॥ মৃত্যু ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান

অধ্যাপক ড. এস এম আনোয়ারা

সম্পাদিত

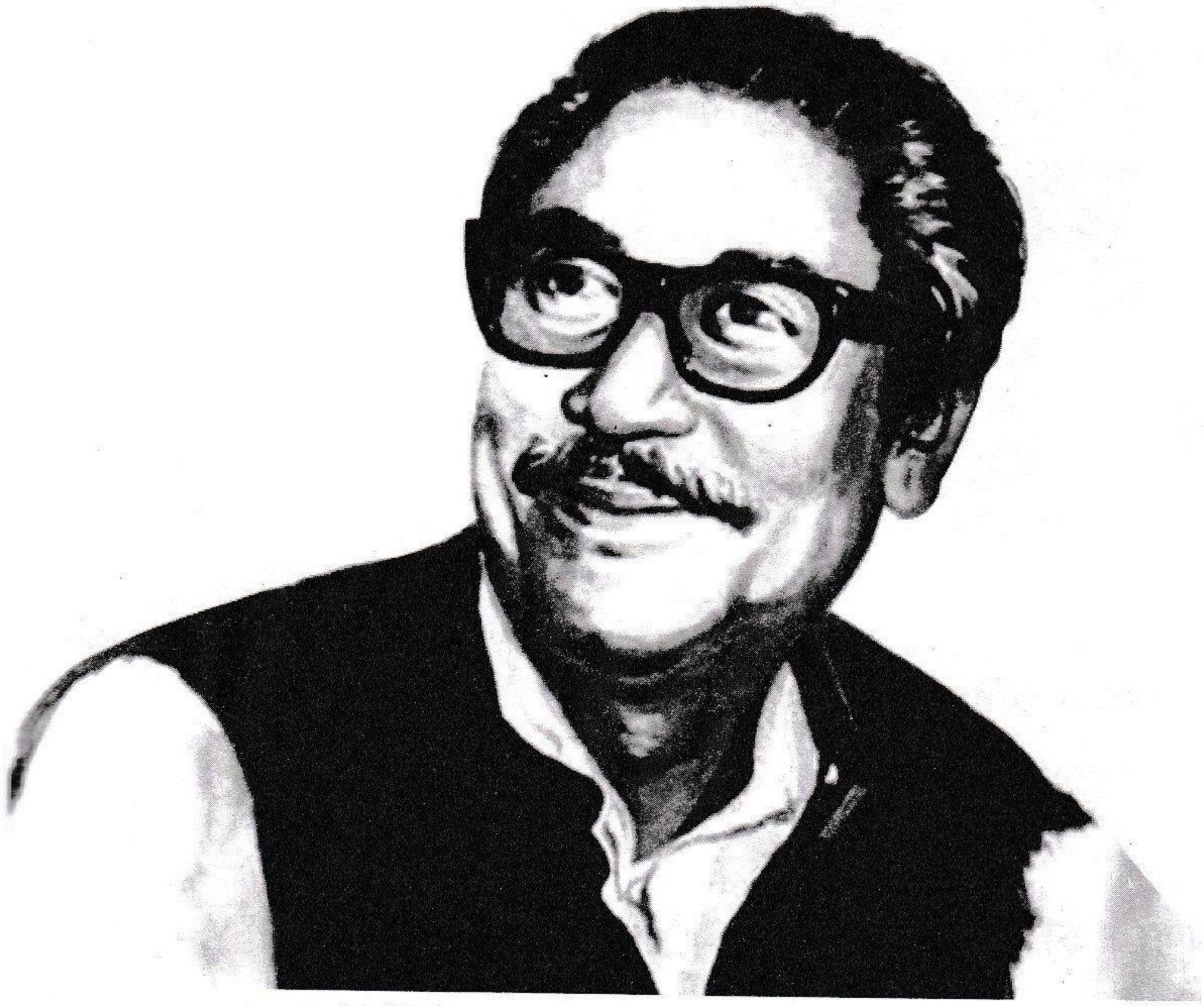

ন্যাশনাল পাবলিকেশন

প্রকাশক
এইচ এম ইব্রাহিম খলিল
ন্যাশনাল পাবলিকেশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১১৫৮৪২৬২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রচ্ছদ
মোমিনউদ্দিন খালেদ
মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
একমাত্র পরিবেশক
প্রিয় বুক সেন্টার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
ww.rokomari.com
Mobile : 01519521971-5

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র

Jatir Pita Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman edited by Professor Dr. S M Anowara, Published by H. M. Ibrahim Khalil, National Publication, 38/4 Banglabazar, Dhaka 1100, Date of Publication: February 2018, **Price : 400.00**
e-mail : nationalpablication@gmail.com

ISBN : 978-984-90080-78-3

উৎসর্গ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটে যাঁরা
শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে

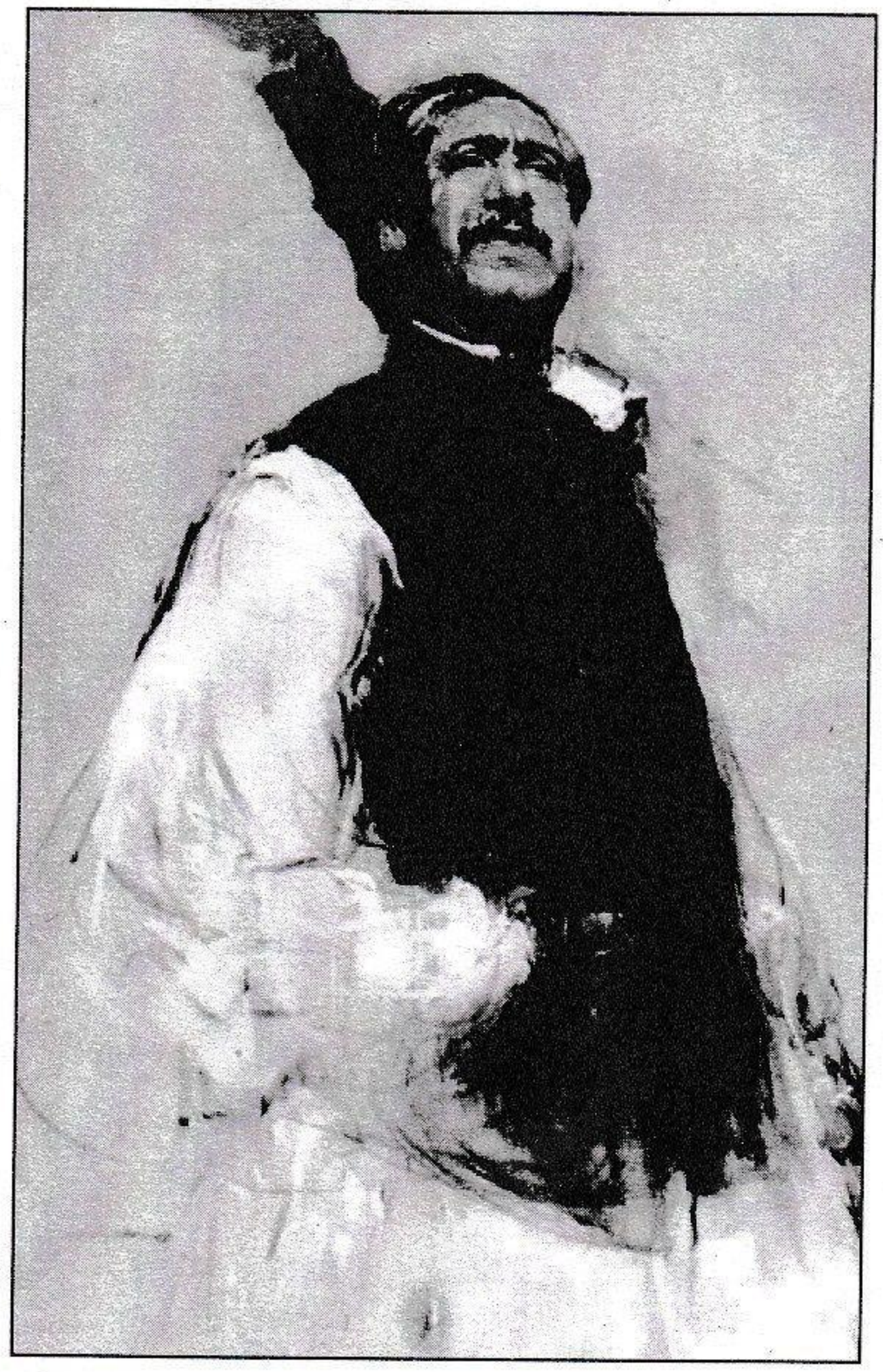

সূচি

ভূমিকা / ৯

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম / ১৩

বংশ পরিচয় / ১৬

শিক্ষাজীবন শুরু / ১৮

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী কর্মকাণ্ড / ২৯

বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রথম জেল / ৩৩

আওয়ামী লীগের জন্ম / ৩৬

ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু / ৪১

রাজনৈতিক পটপরিবর্তন / ৪৯

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা / ৫১

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা / ৫৫

আওয়ামী লীগের ৬ দফা / ৬১

আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি / ৬৪

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও শেখ মুজিব / ৮৩

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন / ৯৪

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতের লেখা / ১০০

ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতায় এলেন / ১০১

বঙ্গবন্ধুর সতর্ক বাণী / ১০৪

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ / ১০৫

স্বাধীনতার আগেই যাঁর হাতে দেশের শাসনভার / ১১২

২৫ মার্চের কালোরাতে নিরীহ বাঙালিদের উপর পাকবাহিনীর আক্রমণ / ১১৭

এবারের সংগ্রাম আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম / ১১৯

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু / ১২২

১৯৭১-এর ডিসেম্বরের দিনগুলি / ১২৮
আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল (ইংরেজি) / ১৩০
আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল (বাংলা) / ১৩২
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন / ১৩৩
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ দান / ১৩৬
ছয় দশক ধরে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে বঙ্গবন্ধু / ১৩৯
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন কখন দেখতে শুরু করেন? / ১৪৫
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড / ১৫৩
১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের আদ্যপান্ত / ১৫৫
টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর দাফন / ১৬০
জিয়া-এরশাদ-খালেদা যেভাবে খুনীদের পুরস্কৃত ও পুনর্বাসন করেন! / ১৬৪
একনজরে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া / ১৬৮
বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় : কলঙ্কমুক্ত হলো বাংলাদেশ / ১৭২
পরিশিষ্ট-ক : স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র / ১৭৫
পরিশিষ্ট-খ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫) / ১৭৮
বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের আলোকচিত্র / ১৯৩-২২৪

ভূমিকা

আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আর এ স্বাধীনতার অগ্রদূত যিনি, সবাই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে চেনে। তিনি বাঙালির অহংকার, সুখ-দুঃখের সাথী। তিনি এ দেশের মাটি ও কাদা জলে মিশে থাকা মানুষের বন্ধু। তিনি সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতেন। তাদের সাথে ছিল তার আত্মার সম্পর্ক। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের স্বাধীনতা। খেয়ে-পরে বাঁচার অধিকার। কথা বলার অধিকার। আর এ অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আজীবনের সংগ্রাম।

আর দশটা শিশুর মতই তিনি ছিলেন একটা ছোট শিশু। সবার সাথে খেলাধুলা করতেন, লেখাপড়া করতেন, আনন্দফুর্তি করতেন। তার মধ্যেও তিনি ছিলেন আলাদা একজন। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করা ছিল তার ধর্ম। তিনি কাউকে ভয় পেতেন না। অধিকারের প্রশ্নে তিনি অটল থাকতেন। স্কুল কলেজে ছাত্রদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে এমন কি পাড়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ্ডগোল লাগলে তিনি তা মিটিয়ে দিতেন। ছোট শিশু হলেও তাঁর একটা আলাদা নেতৃত্ব ছিল। সবাই তাঁকে মান্য করতেন। কারণ তিনি সঠিক সমাধান করে দিতে পারতেন। তাই তিনি ছিলেন সবার চোখের মণি। তিনি মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদেরও ভয় পেতেন না। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সবার মঙ্গলের কথা বলতেন। মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া কখনই তিনি নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন না। তিনি মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

তিনি অতি সাধারণ পরিবারের একজন হয়েও ছিলেন এক রাজপুত্রের মত। পৃথিবীর সবাই তাঁকে চিনত। মানুষ তাঁর মতো হবার স্বপ্ন দেখাত শিশুদের। শেখ মুজিবের মতো নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, দেশপ্রেমিক হতে শেখাত। তাঁর হৃদয়ে ছিল দেশপ্রেমের আগুন। সে আগুনের কাছে সব কিছু ছিল তুচ্ছ। শিশু মুজিব ছিলেন পৃথিবীর সব শিশুদের আদর্শ।

পবিত্র তীর্থভূমি গোপালগঞ্জ জেলা। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার একটা মহকুমা। এখানকার ছোট্ট একটা ছায়াঘেরা গ্রাম 'টুঙ্গিপাড়া'। এই গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্ম হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। মধুমতি নদীর একটি শাখা ছিল বাইগার নদী। এই বাইগার নদীর পাশেই নিচু এলাকায় একটা অজ পাড়া গাঁ। এই অজ পাড়াগাঁর একটা সাধারণ ঘরের ছেলে যে একদিন বিশ্ব নেতা হবে এ কথা কে জানত? পৃথিবীর সবাই যাঁকে চেনে। সবাই আদর্শ হিসেবে তাঁকে সামনে রেখে এগিয়ে চলে। তাঁকে পেয়ে এদেশের মাটি ধন্য হয়েছে। বাংলাদেশ পেয়েছে আলাদা ভূখণ্ড। জাতি পেয়েছে আলাদা জাতীয় পতাকা। এদেশের জাতীয়

সঙ্গীতের মূর্ছনায় ভরে যায় মন। জাতীয় কবির কল্পনার রং বাস্তবায়ন করেছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত। তিনি তার সুরে ডাক দিলেন বাঙালি জাতিকে। তিনি শেখালেন তাদের ন্যায্য দাবির কথা, অধিকার আদায়ের কথা। তাঁর ডাক শুনে থমকে গেল সবাই। সত্যিই তো আমরা আলাদা একটা জাতি। আমাদের স্বপ্ন আলাদা, চাওয়া-পাওয়া আলাদা। আমরা আমাদের মতো করে বাঁচতে চাই। আমরা স্বাধীন হতে চাই। তাঁর এই বাঁশির সুর পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই এগিয়ে এল মুক্তির আলোর দিকে। চাইল স্বাধীনভাবে বাঁচতে। পরাধীনতার শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। শুরু হলো তাঁকে অনুসরণ। একটি মানুষ। পেছনে থাকল গোটা জাতি। শুরু হলো স্বাধীনতার পথচলা।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের আগে আমরা ছিলাম পরাধীন জাতি। আমাদের ইতিহাস খুবই করুণ। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই দেশ। এ দেশের মাটিতে সোনা ফলে। গাছে গাছে ফুল ফোটে। ফল ধরে। বন-বনানীর সবুজের চোখ ধাঁধানো রূপ সবাইকে মুগ্ধ করে। ছায়া সুনিবিড় গ্রামে যেন মায়ের স্নেহের আঁচল বিছানো। সবাই সবাইকে ভালোবাসে। আকাশ বাতাস সূর্য মাটি নদ-নদী খাল বিল আর মানুষ মিলে মিশে একাকার। প্রকৃতি নিজেকে বিলিয়ে দেয় মানুষের জন্যে। আর মানুষও ভালোবাসে প্রকৃতিকে। দেশটা যেন মায়ের মতন। আদর, স্নেহ, ভালোবাসায় ঘেরা নিবিড় শান্তির জায়গা। যে দেশের মাটিতে সোনা ঝরে, সে দেশেরই আদরের সন্তান শেখ মুজিব। তিনি চাইলেন এই দেশটাকে সত্যিকারের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে। সোনার বাংলার সোনার মানুষদের মুক্ত করতে।

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের তা সহ্য হলো না। তারা এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের লোভ কখনই সামলাতে পারেনি তাই যুগে যুগে লুটেরারা এদেশে চলে আসত অর্থের লোভে। সম্পদের লোভে। বহু বছর আগে মগ, পর্তুগিজ জলদুস্যরা এদেশে লুঠতরাজ করত। ধন সম্পদ নিয়ে যেত, খুন করত নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষদের। বর্গীদের অত্যাচারের কথা এখন প্রবাদ হয়ে আছে।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে :
ধান ফুরোলো পান ফুরোলো খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো–রসুন বুনেছি।

এর থেকে বোঝা যায় মানুষ কত অসহায় ছিল। এর পরে এল ইংরেজরা। মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা সুযোগ মতো ক্ষমতা দখল করল, সহজ-

সরল মানুষদের ওপর তারা চালাত চরম নির্যাতন। তারা জোর করে চাষিদের দিয়ে নীল চাষ করাত। চাবুক মেরে, বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করাত। প্রায় আড়াইশ বছর এদেশে রাজত্ব করল তারা। তার পর স্বাধীন হলো দেশ। নাম হলো পাকিস্তান। স্বাধীন দেশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে আমাদের দেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছিল বন্দি। তারা বাঙালি জাতিকে পদানত করে রাখল। আমাদের প্রিয় ভাষা বাংলাকে কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করল। ভাষা আন্দোলন হল। বুকের রক্ত দিয়ে এদেশের মানুষ ভাষাকে রক্ষা করল। এই আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অনেক।

ঘরে ঘরে এদেশের মা-বোনেরা অত্যাচারিত হত। তাঁরা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করত– সৃষ্টিকর্তা এমন একটা মানুষ দাও, যে আমাদের মুক্তি দিতে পারবে। স্বাধীনতা দিতে পারবে, শেখ মুজিব সেই হাজার বছরের চাওয়া শ্রেষ্ঠ সন্তান। যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা চাওয়া যিনি পূরণ করেছিলেন। দীর্ঘ বছরের যন্ত্রণা থেকে তিনি মানুষকে মুক্ত করেছিলেন।

তিনি ছাত্র-জীবন থেকেই রাজনীতি করতেন। বারবার তিনি জেলে গিয়েছেন। তবুও তিনি তাঁর দাবি থেকে এক চুলও নড়েননি। তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন। পাকিস্তানিদের দেয়া মন্ত্রিত্ব ছেড়ে সাধারণ মানুষের কাতারে চলে এসেছেন। তাঁর জীবনের বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঐ রাতেই পাকসেনারা তাঁকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। তার আগে তিনি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতিকে নির্দেশ দিয়ে যান।

– এবারের সংগ্রাম–আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম–স্বাধীনতার সংগ্রাম।

পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে থাকাকালীন সময়ে তাঁর জন্যে কবরও খোঁড়া হয়। হত্যা করে লাশ গুম করার ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে মারতে সাহস পায়নি তারা।

বঙ্গবন্ধু আমাদের আদর্শ। চেতনার উৎস। ভালোবাসার প্রেরণা। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তাঁর আদর্শে ও নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর প্রতি আনুগত্য ও দেশের প্রতি মমতাই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা। বাঙালি জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করল। স্বাধীনতার স্থাপতি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়অরি। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করার পরিকল্পনা করলেন। সেই লক্ষে দেশের কাজ এগিয়ে চলল। কিন্তু পাকিস্তানি

প্রেতাত্মা এদেশের কতিপয় স্বার্থপর মানুষের ঘাড়ে ভর করেছিল। তাঁরা দেখল বঙ্গবন্ধু থাকলে তাদের স্বার্থ উদ্ধার হবে না। তাই তাঁকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। একদিন তাই অন্ধকার কালো রাতে চোরের মতো সেনাবাহিনীর একটি বিদ্রোহী দল তাঁর বাড়িতে ঢুকল। স্বপরিবারে হত্যা করল সবাইকে। হত্যা করল পরিবারের এবং আত্মীয়-স্বজন সবাইকে। কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, বঙ্গবন্ধু মানুষের মাঝে অমর হয়ে রইলেন চিরকাল আর খুনীরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হল। তিনি জাগ্রত রইলেন প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালির বুকের মধ্যে আদর্শ হয়ে। প্রেরণার উৎস হয়ে, সোনার মানুষ হয়ে–শিশুদের স্বপ্নীল ভালোবাসা হয়ে।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু। সারাজীবন বিশ্রাম নেননি তিনি। আজ তাঁর অশেষ বিশ্রামের পালা। তিনি আমাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছেন বটে। কিন্তু হৃদয়ের মাঝখানে চিরদিনের জন্য বেঁচে আছেন। শত্রুরা তাকে স্বপরিবারে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাঁর দু'কন্যা বেঁচে গেছেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। শেখ হাসিনা আজ দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাঁর বাবার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় রত। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে বিভোর।

আমরা সবাই এগিয়ে যেতে চাই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ আমাদের পাথেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশের নীতি' আমাদের কর্মজীবনের প্রেরণা। গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি শুধু চান মানুষের কল্যাণ। বাবা-মা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে হারিয়েছেন তিনি। তঁর সুখ-দুঃখ স্বপ্ন সব আজ মানুষের মুক্তির জন্যে। তিনি বলেছেন– আমার জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। আমার রক্তে আছে রাজনীতি। আমাকে রাজনীতিতে আসতেই হত। কিন্তু এত দ্রুত চলে আসতে হবে এবং এত শোকাবহ ঘটনার ভার বুকে নিয়ে আমাকে রাজনীতি করতে হবে ভাবিনি। রাজনীতিই এখন আমার একমাত্র সঙ্গী।"

বঙ্গবন্ধু এখন শুধু তাঁর পিতা নন। তিনি জাতির পিতা, জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তিনি একটা প্রতিষ্ঠানের মত। যেখান থেকে আমরা শিখতে পারি। জানতে পারি। তাঁকে নিয়ে লিখতে পেরে মনে হয় অনেক কিছু পেয়েছি। স্বপ্নের বাংলাদেশে বাস করে আমরা গর্বিত, আনন্দিত।

অধ্যাপক ড. এস এম আনোয়ারা
ফেব্রুয়ারি ২০১৮